দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

জাতি গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা

এম.এ বারী

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। ১৯৪৬ সালে ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আইএলও'র সঙ্গে যৌথভাবে শিক্ষকদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১২০টি সদস্য দেশে জরিপ পরিচালনা করে। শিক্ষকতা পেশাকে নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য এই দুই বিশ্ব সংস্থার যৌথ উদ্যোগে ১৯৬৬ সালের ৫ অক্টোবর প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক আন্তঃসরকার বিশেষ সম্মেলনে শিক্ষকদের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক ১৪৬টি ধারা বিশিষ্ট "স্ট্যাটাস অব টিচার্স" নামে এক ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়।

সব রাষ্ট্রে এই সুপারিশমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে এর প্রতি নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ১৯৯৩ সালে জেনেভায় আন্তর্জাতিক এক শিক্ষা সেমিনার শিক্ষামন্ত্রীসহ প্রায় এক হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ইউনেস্কোর তৎকালীন মহাপরিচালক ফেডারিকো মেয়র ৫ অক্টোবরকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব ঘোষণা করেন।

১৯৯৬ এর নভেম্বরে ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এভাবে ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস ঘোষণার মাধ্যমে শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সরকার ও সমাজের করণীয় কি এবং শিক্ষকরা কোন নীতিমালার মাধ্যমে পেশাগত দায়িত্ব পালন করবে আন্তর্জাতিকভাবে তা নির্ধারিত হলো। বিশ্বের প্রায় ৫৫ মিলিয়ন শিক্ষক প্রতি বছর এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করেন।

মানব অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ঘোষণার ২৫নং ধারা অনুযায়ী নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বিশ্ব শিক্ষক দিবসের ঘোষণা অনুযায়ী ঃ

- শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের জন্য শিক্ষানীতির পাঠ্যসূচি প্রণয়নে শিক্ষক সংগঠনের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা নেয়া প্রয়োজন।
- মেধা আকর্ষণ, মেধা পাচার রোধ এবং শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাৎসরিক জাতীয় বাজেটে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখতে হবে।
- নিয়োগ, চাকরি বিধি ও শিক্ষকদের আচরণবিধি প্রণয়নে শিক্ষক সংগঠনগুলোর ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে।
- চাকরির নিরাপত্তা, নিয়োগকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষকরা সব নাগরিক অধিকার ভোগ করবেন এবং জনপ্রতিনিধিত্বের সকল প্রকার পদ তাদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তার চাকরি, চাকরির জ্যেষ্ঠতা ও পেনশনের জন্য বিবেচ্য চাকরির মেয়াদকাল অক্ষুণ্ন রেখে সে দায়িত্ব পালন করতে এবং মেয়াদান্তে পূর্ব পদে বা সমতুল্য পদে ফিরে আসতে পারবেন।
- জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিজনিত কারণে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের বেতন কিছু দিন পর পর পর্যালোচনা করতে হবে এবং বেতনক্রম বৃদ্ধি প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষকদের বেতন বাড়াতে হবে।

বিশ্বে এখন শিক্ষক সংকট চলছে। ইউনেস্কোর ঘোষিত ২০৩০ সালের মধ্যে "সবার জন্য শিক্ষা" শিক্ষকের অভাবে ঝুঁকির মধ্যে আছে। এই মুহূর্তে ২৫.৮ মিলিয়ন স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। ২০৩০ সালের মধ্যে ৫৯ মিলিয়ন ছাত্রদের শিক্ষার আওতায় আনার জন্য আরও ২.৭ মিলিয়ন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। সবচেয়ে বেশি সংকট আফ্রিকায়। তাদের ১০টি দেশের মধ্যে সাতটি দেশে শিক্ষকের তীব্র সংকট চলছে।

বাংলাদেশে আজ প্রায় ১১ লাখ লোক শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত। সরকারি ও বেসরকারি মিলে এর প্রায় অর্ধেক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় সমান।

বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা প্রায় ৮৫% ছাত্র পড়ান। সমযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের তুলনায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্য সুযোগ-সুবিধায় অনেক ব্যবধান বিরাজ করছে। পেনশনের নামে অবসর ভাতা পান। জীবনকালীন পেনশন এখনও শিক্ষকদের কাছে বিলাস স্বপ্ন। পরিচালনা পরিষদ সম্পর্কে হাইকোর্টের রায় কখন থেকে কার্যকরি হবে তা এখনও পরিষ্কার হয়নি। বর্তমান সরকারের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে একই দিনে এক যোগে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের ৭ম বেতন

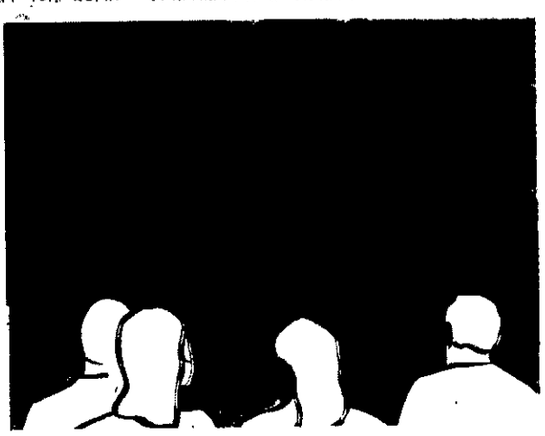

কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীগণ মাসিক মাত্র ৫০০/- টাকা বাড়ি ভাড়া, ৩০০/- টাকা চিকিৎসা ভাতা, বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক বেতনের ২৫% উৎসব ভাতা পান। স্বাধীন দেশে একই পেশার সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য দ্বৈতনীতি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। বৈষম্য দূর করতে শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণের বিকল্প নেই। শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে চাকরির বয়সসীমা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ৬৫ বৎসরে উন্নীতকরণ করা প্রয়োজন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরে যাওয়ার এক বৎসরের মধ্যে অবসর সুবিধা এবং কল্যাণ ট্রাস্টের প্রাপ্য টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষকতা একটি মৌলিক পেশা। এই পেশা জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায় এবং ভবিষ্যৎ রচনা করে। উত্তমকে এ দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন। শিক্ষক নেতা মেরি হেটউড ফিউটরেল বলেছেন "When the uncapped potential of a student meets the liberating art of a teacher a miracle unfolds". ছাত্রদের মেধা শানিত করা শিক্ষকদের দায়িত্ব। সুতরাং আজকের এই বিশ্ব শিক্ষক দিবসের স্লোগান হোক "উন্নত জাতি গঠনে উত্তম শিক্ষক চাই"।

● লেখক : সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক সাধারণ সম্পাদক-
বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি